

পতিব্রত ।



ভাগবতাচার্যোপাধিক্ৰেণ

মহাপ্রভুপাদেন

শ্রীযুক্ত (নীলকান্ত) দেব-গোস্বামিনা

বিরচিতা ।



শ্রীস্বরেন্দ্রনাথ সাধুনা—প্রকাশিতা

১৩২৫ । ১২ই চৈত্র ।

মূল্য ১০ আনা মাত্র

শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়,
ম্যানেজিং প্রোপ্রাইেটর এণ্ড প্রিন্টার,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস,
৭৯ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পতিব্রতা ।



ভারতে ধর্মসমুদ্রমৌ মুনিবংশ-সমুদ্ভবা ।

বামা সদ্ধর্মকামাহং গতি মে পতিদেবতা ॥ ১ ॥

মমৈব পূর্বজা পূর্বং পতি-নিন্দাং পিতুমুখাৎ ।।

শ্রদ্ধা সত্য জহৌ প্রাণাং-স্তংপদং মস্তকেহস্ত মে ২

জিত্বা যমঞ্চ সাবিত্রী মমৈব পূর্বজা পতিম্ ।

গতাস্তুং জীবয়ামাস তংপদং মস্তকে হস্ত মে ॥ ৩ ॥

মমৈব পূর্বজা সীতাং স্বগান্নির্বাসিতং পতিম্ ।

হিত্বা সুরেপ্সিতং ভোগং তংপদং মস্তকে হস্ত মে ॥ ৪ ॥

চিতাগ্নৌ পত্ন্যরক্ষস্য জুহোতি স্মাত্মনো বপুঃ ।

মৎপূর্বজৈব গাক্ষারী তংপদং মস্তকেহস্ত মে ॥ ৫ ॥

সম্বন্ধ আবয়োঃ শব্দ-ব্রহ্মমত্বৈনিকপিতঃ ।

অচ্ছেদ্যোহনস্তকালেহপি বিচ্ছেদো নাবয়োঃ কচিৎ ॥ ৬ ॥

আদ্যা শক্তিস্তথাচ্যুত পুরুষঃ সর্বদাশ্রিতো ।

আবামংশো তয়োরেব বিচ্ছেদো নাবয়োঃ কচিৎ ॥ ৭ ॥

প্রভাকরং যথা দেব-মনুষ্যাতি সদা প্রভা ।

অহং তথানুগা পত্যুবিচ্ছেদো নাবয়োঃ কচিৎ ॥ ৮ ॥

পুরুষস্যৈব ভোগার্থং প্রবৃত্তিঃ প্রকৃতেযথা ।

তথা মে নিখিলাশ্চেষ্টাঃ পত্যুর্হি প্রীতিহেতবে ॥ ৯ ॥

যৎ করোমি যদশ্লামি যদদাম্যাদদে চ যৎ ।

যচ্চিন্তয়ামি তৎ সর্বং পত্যুর্হি প্রীতিহেতবে ॥ ১০ ॥

স্বভাববিহিতং কৰ্ম্ম শাস্ত্রেণ বিহিতং তথা ।

যদ্যৎ করোমি তৎসর্বং পত্যুর্হি প্রীতিহেতবে ॥ ১১ ॥

পত্নী পত্যুর্গৃহে লক্ষ্মীঃ পত্নী পত্যুর্গৃহেহধিপা ।

পত্নী পত্যুর্গৃহে শান্তিঃ পত্নী পত্যুর্গৃহে গৃহম্ ॥ ১২ ॥

অমুখঃ কো বদেন্নারী ভারতীয়ার্যবংশজা ।

পরাধীনেতি হীনেতি দীনেতি দুঃস্থিতেতি চ ॥ ১৩ ॥

আত্মা পতির্হি নারীগাং তৎসেবা চাত্মসেবনম্ ।

তদার্য্য-কুলজা নার্য্যঃ পরাধীনা নহি কচিৎ ॥ ১৪ ॥

পূর্ণা পত্নী পতিং শ্রিত্বা পত্ন্যা পূর্ণঃ পতিশ্ৰবম্ ।
পরম্পরং বিনাভূত-মর্দ্বমর্দ্বং তয়োদ্বয়ম্ ॥ ১৫ ॥

পত্ন্যৰ্ঘ্যে বন্ধব স্তেহপি নারীগামাত্মবন্ধবঃ ।
তৎসেবা চাত্মবন্ধূনাং সেবৈব ন পরার্চনম্ ॥ ১৬ ॥

পত্ন্যমিতৈব মে মাতা পিতা পত্ন্যঃ পিতা মম ।
পত্ন্যভ্রাতৈব মে ভ্রাতা গৃহং পত্ন্যগৃহং মম ॥ ১৭ ॥

পত্ন্যৰ্বা পতিবন্ধূনাং সেবয়া যৎপরং সুখম্ !
ন জানন্তি তদাম্বাদং নার্যোহনার্য্যা বহির্দৃশঃ ॥ ১৮ ॥

পাশ্চাত্য-প্রথয়া লব্ধ্বা শিক্ষাং যা কঞ্চুকাবৃত্তা ।
করোতি পরকৈষ্কর্য্যং ধিক্ তস্যাস্তাং স্বতন্ত্রতাম্ ॥ ১৯ ॥

স্বগৃহ-স্বামিনী শশ্বৎ স্বহস্তেন স্ববান্ধবান্ ।
স্বেচ্ছয়া সেবমানাহং স্বতন্ত্রৈব স্বরূপতঃ ॥ ২০ ॥

সুন্দরীমপি ভূষাঢ্যা-মপি বিদ্যাবতীমপি ।
থুৎকরোমি সদা নারীং পতিভক্তি-বিবর্জিতাম্ ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছয়াপি পাপিন্যা-স্তস্যাঃ পাপা মুখাকৃতিঃ ।
নেত্রয়োর্মম কুত্রাপি মা মৈব প্রতিবিম্বতু ॥ ২২ ॥

স্পৃশংস্তাং পবনো দেবো মহাপাপস্বরূপিণীম্ ।

অস্পৃষ্টা সলিলং গাঙ্গং মদঙ্গং মা স্পৃশত্বপি ॥ ২৩ ॥

শিক্ষা যা শশুরাং শশুরাঃ পত্যুর্মাতুঃ পিতৃশ্চ যা ।

লভ্যেত সৈব সংশিক্ষা কুলনারীয়াঃ ফলপ্রদা ॥ ২৪ ॥

সংসারো ধর্মসারো হি নরো ধর্মধরেৎ সদা ।

নারী তমনুগচ্ছন্তী কুর্যাৎ তস্যানুকূলতাম্ ॥ ২৫ ॥

নিত্যং পত্যানুগত্যার্থং সৃষ্টা নারী স্বয়ম্ভুবা ।

অকুর্বন্তীশ্বরাদেশং নারী নিরয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৬ ॥

ধর্মপত্নীতি পত্নীনা-মতঃ খ্যাতি হি ভারতে ।

পারয়েচ্চরিতুং ধর্মং সৎপত্ন্যৈব যতঃ পতিঃ ॥ ২৭ ॥

আর্য্যনারী স্বয়ং ভুক্ত্বা ন তৃপ্তিং লভতে তথা ।

পতিবন্ধুন্ পতিং বিপ্রান্ ভোজয়িত্বাতিথীন্ যথা ॥ ২৮ ॥

পতিরেব গুরুঃস্বীণাং পতিরেব হরিঃ স্বয়ম্ ।

ধনং ধ্যানং তথা জ্ঞানং ভূষণং পতিরেব চ ॥ ২৯ ॥

পত্যা বিরহিতা নাহং গণয়ামি সুরালয়ম্ ।

সদা পতিযুতায়ামে কুটীরং ত্রিদিবোত্তমম্ ॥ ৩০ ॥

গণয়ামি নহি ক্ষীর-মহং পতি-বিবর্জিতা ।

পতিভুক্তাবশিষ্টঞ্চ মন্যে শাকান্নমুক্তমম্ ॥ ৩১ ॥

সধবাহং বরং মন্যে শয়নং তৃণ-নির্মিতম্ ।

শিরীষ-পেশলা শয্যা নান্যথা রোচতে মম ॥ ৩২ ॥

কায়েন পতি-শুশ্রূষা বাচা পতি গুণ-স্তুতিঃ ।

কর্তব্যমনসা নিত্যং চিন্তা চ পতি পাদয়োঃ ॥ ৩৩ ॥

ভৎসয়ন্নবজানংশ্চ বিপ্রিয়ং বাচরন্নপি ।

সর্বথাপি পতি নীত্যং পতিরেব ন চাপরঃ ॥ ৩৪ ॥

ধিক্ শিক্ষাং ধিক্ সদাচারং ধিগন্যশতসদৃশান্ ।

তস্যা বৃথাভিমানিন্যা যয়া ন সেব্যতে পতিঃ ॥ ৩৫ ॥

কুলনারী কুরুপাপি নিরক্ষরাপি সর্বদা ।

পতি-প্রীতি প্রদা সাধ্বী লক্ষ্মীরিব বিরাজতে ॥ ৩৬ ॥

সুরূপাপি চ যা নারী পতিভক্তিপরাঙ্গুখা ।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সা নারী কুলকালিমা ॥ ৩৭ ॥

পতিভক্তৌ নিমজ্জন্তি যোষিতাং দোষরাশয়ঃ ।

একস্যাং পত্যভক্তৌ চ মজ্জন্তি গুণপর্বতাঃ ॥ ৩৮ ॥

পত্নী সংসার-সন্তান-ক্ষেত্র মিত্যভিধীয়তে ।

পতিবীজমিতিখ্যাতং ক্ষেত্রাদ্ বীজং বরং মতম্

যথৈব প্রকৃতিমূল্যে ত্রিগুণাপি স্বতো জডা ।

বিচিত্রং চেষ্টতে কিন্তু পুরুষাধিষ্ঠিতা সতী ॥ ৪০ ॥

সর্বেন্দ্রিয়-সুপূর্ণাপি তথা নারী স্বতোহবলা ।

পত্ন্যবলং সমাসাদ্য ভবেদেব বলীয়সী ॥ ৪১ ॥

পত্ন্যরেব বলেন স্যাৎ কামিনী বলশালিনী ।

ধনিনী তদ্বেনেনৈব যশসা চ যশস্বিনী ॥ ৪২ ॥

অধনোহপি কুরুপোহপি মূঢ়োহপি বিকলোহপি চ ।

অসংশয়ং সেবনীয়ঃ সর্বথাপি পতিঃ স্ত্রিয়া ॥ ৪৩ ॥

“আর্তান্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রাষিতে মলিনা কৃশা ।

মূতে ম্রিয়েত যা পত্যো সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা” ॥ ৪৪ ॥

ভারতেহস্মিন্ পতিপ্রাণা বরনার্যঃ সহস্রশঃ ।

আজ্যবজ্জহবুঃ স্বং স্বং দেহং পতি-চিত্তানলে ॥ ৪৫ ॥

দম্পতিপ্রেমহীনেহস্মিন্ ভারতে বত সম্প্রতি ।

সা প্রথা কুপ্রথৈবেতি প্রথিতং কালকৌশলাৎ ॥ ৪৬ ॥

একস্মিন্মিধনং যাতে যদন্যো মৰ্ত্তুমিচ্ছতি ।

মন্ত্যমানো জগচ্ছূণ্যং তদেব প্রেম-লক্ষণম্ ॥ ৪৭ ॥

প্রেমবত্যঃ পুরা সত্যো মৃতে পত্যো স্বয়ং মৃতাঃ ।

অদর্শয়ন্ পতিপ্রেম কামুকীনাং সুদুর্লভম্ ॥ ৪৮ ॥

যত্র নার্যো মৃতে পত্যো গৃহুন্তি পুরুষান্তরম্ ।

তদ্দেশস্থা নরা নার্যো বুধ্যন্তে প্রেম ন কচিৎ ॥ ৪৯ ॥

সতানাং ভারতীয়ানা-মগ্ধাপি জগতীতলে ।

পতাকেব শোভনোচ্চৈঃ কীর্তিঃ পতপতায়তে ॥ ৫০ ॥

তাসামেব কূলে জাতা বনিতাহং পতিব্রতা ।

ধনং মানং জীবনঞ্চ সৰ্ববস্বং পতিরেব মে ॥ ৫১ ॥

স্নানে দানে জপে হোমে দেবতা-তিথি-পূজনে ।

ফলং যদ্ যচ্চ তৎ সৰ্ববস্তু মে পতি-সেবনাৎ ॥ ৫২ ॥

কন্মেন্দ্রিয়ানি সৰ্ব্বানি তথা জ্ঞানেন্দ্রিয়ানি চ ।

মনঃ পত্যুরভিপ্রায়-মনুগচ্ছন্ত সৰ্ববদা ॥ ৫৩ ॥

অকাপটেয়ন যা নারী সেবেত সৰ্ববদা পতিম্ ।

নিরন্তরং ভজেতৈব তৎপতিস্তামপি ধ্রুবম্ ॥ ৫৪ ॥

ଜଗତ୍‌ପତିରପି ପ୍ରେମ୍ନା ଭକ୍ତସ୍ୟ ବଶମନ୍ବିୟାତ୍ ।

ତଦଂଶସ୍ତୁତ୍‌-ସ୍ବଭାବଞ୍ଚ କିଂ ପୁନର୍ମନିବଃ ପତିଃ ॥ ୫୫ ॥

ସ୍ବଭାବଦୁର୍ବଳା ନାରୀ କାୟେନ ମନସାପି ଚ ।

ପତିରେବାବିତା ତସ୍ତାଃ ସର୍ବଦା ସର୍ବତୋ ଭୟାତ୍ ॥ ୫୬ ॥

ଅଧର୍ମ୍ୟତଃ ପତୀ ରକ୍ଷେତ୍‌ ପତୀ ରକ୍ଷେଦଭାବତଃ ।

ରୋଗାଦ୍ରକ୍ଷେତ୍‌ ପତିଶ୍ଚେବ ସର୍ବତୋ ରକ୍ଷକଃ ପତିଃ ॥ ୫୭ ॥

ଜଗତ୍‌ ପାତୀଶ୍ଚରସ୍ତସ୍ମା-ନ୍ନାମ୍ନା ଧ୍ୟାତୋ ଜଗତ୍‌ପତିଃ ।

ସ୍ବାମୀ ପାତି ସଦା ପତ୍ନୀଂ ତନ୍ନାମ୍ନା ହି ପତିର୍ମତଃ ॥ ୫୮ ॥

ଅତୋ ହି ସଧବା ନାରୀ ଜଗତ୍‌ପତି-ଧିୟା ପତିମ୍ ।

ସେବେତ ତଦଭାବେ ତୁ ପତିବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଜଗତ୍‌ପତିମ୍ ॥ ୫୯ ॥

ଲଭତେ ପତିଭକ୍ତ୍ୟେବ ଜଗତ୍‌ପତିରତିଂ ସତୀ ।

ପତିଭକ୍ତି-ବିହୀନାୟା ଦୂରେ ଭକ୍ତିର୍ଜଗତ୍‌ପତୋ ॥ ୬୦ ॥

ଦମ୍ପତି-ପ୍ରଣୟୋ ଯତ୍ର ସଂସାରେ ସର୍ବଦା ସ୍ଥିରଃ ।

ମର୍ତ୍ତ୍ୟେହମରପୁରୀତୁଲ୍ୟଃ ସଏବ ସର୍ବତଃ ସୁଖଃ ॥ ୬୧ ॥

ଦମ୍ପତିପ୍ରଣୟୋ ଯତ୍ର ସଂସାରେ ନ ହି ବିଦ୍ୟତେ ।

ସର୍ବସମ୍ପାଦ୍ଧିର୍ପୂର୍ଣ୍ଣୋହିପି ସର୍ବତୋହିସୁଖ ଏବ ସଃ ॥ ୬୨ ॥

রমতে চেৎ পতিঃ পত্ন্যাং পত্যো পত্নী চ সর্বদা ।

সর্ব-সম্পত্তি-হীনোহপি সংসারো হমরালয়ঃ ॥ ৬৩ ॥

পুরুষোহখিল-সংসারে এক এব হরিঃ সয়ম্ ।

দে শক্তী তস্ম নিত্যে স্তো বিদ্যাবিদ্যোতি তে মতে ॥ ৬৪ ॥

অন্তুরঙ্গা মতা বিদ্যা সর্বদেশ্বরমাশ্রিতা ।

অবিদ্যা বহিরঙ্গা চ বহুগা ব্যভিচারিণী ॥ ৬৫ ॥

মর্ত্যে প্রিয়োহপি দৃশ্যন্তে বিদ্যাবিদ্যাগুণান্বিতাঃ ।

একা বিদ্যাস্বভাবাত্যা অন্যাস্চান্যগুণান্বিতাঃ ॥ ৬৬ ॥

ভুঞ্জতে পতিভক্ত্যেব প্রথমাঃ শাস্তং সুখম্ ।

ভোগাদ্ ভোগান্তুরং যাস্তি দ্বিতীয়াঃ সুখলিপ্সয়া ॥ ৬৭ ॥

অনন্যরাগতো হ্যেকাঃ প্রকীৰ্ত্ত্যন্তে পতিব্রতাঃ ।

দ্বিতীয়া ব্যভিচারিণ্য ইতরাভিনিবেশতঃ ॥ ৬৮ ॥

বিভুনা ক্ষণবিচ্ছেদং ন বিদ্যা সহতে যথা ।

পতিহীনা সতী তদ্ব-জ্জীবিতুং নহি বাঞ্ছতি ॥ ৬৯ ॥

অত এব মৃতে পত্যো তৎপ্রদীপ্ত-চিতানলে ।

দন্ধা দেহং হি দিব্যেন দিবি পত্যা প্রমোদতে ॥ ৭০ ॥

অধুনা নাস্তিক-প্রায়ে ভারতে সা সতীপ্রথা ।

জাতা নিষ্ঠুরতা হা হা তে হি নো দিবসা গতাঃ ॥ ৭১ ॥

দৃশ্যন্তে বিধবা নার্যো হধুনাপি সহস্রশঃ ।

ব্রহ্মচর্য্যং শ্রিতাঃ কালং বাপয়ন্ত্যাহত্র ভারতে ॥ ৭২ ॥

একামপি সতীং যাবদ্ধৃদি ধাম্মতি ভারতম্ ।

সভূষণমিদং তাব-দন্যাথা হি বি-ভূষণম্ ॥ ৭৩ ॥

মহার্ষ-বাসভূষাভি-সুখা নারী ন শোভতে ।

একয়া পতিভক্ত্যৈব সর্বদা শোভতে যথা ॥ ৭৪ ॥

কিংনাম দুর্লভং লোকে নার্যা ইহ পরত্র চ ।

জনয়েচ্ছেৎ পতিপ্রীতিং চতুর্বর্গফলপ্রদাম্ ॥ ৭৫ ॥

সন্ত সত্যাঃ স্ত্রিয়ো নব্যা গীর্ণপুস্তক-পর্ব্বতাঃ ।

বক্ষ্যা তাসাং ধ্রুবং বিদ্যা পতিপ্রেমপ্রসূনচেৎ ॥ ৭৬ ॥

ব্রাহ্মণা গুরবো দেবা যে চান্যে মে বয়োহধিকাঃ ।

অনুগৃহ্ণন্ত মাং সর্বৈ পতিপ্রেম-শুভাশিষা ॥ ৭৭ ॥

শশিসূর্য্যাদর্যো যে চ সাক্ষীভূতাঃ সদাগ্রহাঃ ।

অনুগৃহ্ণন্ত মাং সর্বৈ পতিপ্রেমশুভাশিষা ॥ ৭৮ ॥

চরাচরশরীরেষু যশ্চাধিষ্ঠাতৃদেবতাঃ ।

অনুগৃহ্ণন্তু মাং সৰ্ব্বাঃ পতিপ্রেমশুভাশিষা ॥ ৭৯ ॥

হে সীতে সতি সাবিত্রি গান্ধারি চাপ্যরুক্ৰতি ।

কৃপয়ন্তু ভবত্যো মাং পতিপ্রেমশুভাশিষা ॥ ৮০ ॥

যোহন্তর্ব্যামী চিদাকার ঈশ্বরো মে হৃদি স্থিতঃ ।

স চালয়তু মচ্ছিত্ত্বং সদা পতি-রতিং প্রতি ॥ ৮১ ॥

শাস্তা যঃ শমনস্যাপি স তথা শাস্তু মে মনঃ ।

স্বপ্নেহপি বিচলেন্নৈব পতিদেবপদাদ্ যথা ॥ ৮২ ॥

মাতুঃ পিতৃসুত্যা শ্রদ্ধাঃ শশুরস্ত শুভাশিষা ।

মহাগুরুভয়া খ্যাতে পত্যো মেহস্তু সদা মতিঃ ॥ ৮৩ ॥

যদি কিঞ্চিৎ কৃতং পুণ্যং ময়াতীতেষু জন্মসু ।

অচলা তেন পুণ্যেন পত্যো মেহস্তু সদা রতিঃ ॥ ৮৪ ॥

গৃহে গৃহান্তরে দূরে সমীপেহত্র পরত্র বা ।

যত্র তিষ্ঠেৎ পতিস্তুত্র মনো মে তিষ্ঠতু স্বতঃ ॥ ৮৫ ॥

দাসী সখী তথা ভগ্নী শিষ্যাহং পত্যুরেকলা ।

প্রভুঃ সখা তথা ভ্রাতা গুরুর্মে পতিরেকলঃ ॥ ৮৬ ॥

বিহিতা সৰ্ব্বকাৰ্য্যেষু শ্ৰীবিষ্ণু-প্ৰীতিকামনা ।

পতিপ্ৰীতিস্থথা মেহপি কাম্যা ভবিতুমৰ্হতি ॥ ৮৭ ॥

কায়েন মনসা বাচা কৰোমি যদ্ যদম্বহম্ ।

তৎসৰ্ব্বকৰ্ম্মভি ন্যিত্যং পতি মে' পরিতুষ্যতু ॥ ৮৮ ॥

অনিন্দ্যপতিরূপং মে নেত্রে সৰ্ব্বত্র পশ্যতঃ ।

দুৰ্ম্মদং মদনঞ্চাপি দিদ্ৰক্ষেতে ন কৰ্হিচিৎ ॥ ৮৯ ॥

পতিবাক্শুধয়া তৃপ্তৌ কৰ্ণৌ মে স্বরসং যুতম্ ।

শ্ৰোতুংন বাঞ্ছতো গীতং বীণাতন্ত্রীবিনিঃসৃতম্ ॥ ৯০ ॥

পতিগাত্র-সুগন্ধেন নাসা চোন্মাদিতা মম ।

গন্ধং শতদলশ্চাপি দুৰ্গন্ধমিব মন্যতে ॥ ৯১ ॥

ন তথা সুখয়ত্যেব সুমন্দো মলয়ানিলঃ ।

পতিগাত্র-সুখস্পৰ্শঃ সদসং মামকং যথা ॥ ৯২ ॥

রসনা লযতে নৈব স্বাদ্যন্নঞ্চ চতুৰ্বিবধম্ ।

ভুক্ত-শেষাশনে পত্ন্যঃ সৰ্ব্বদৈব সৰাসনা ॥ ৯৩ ॥

কো বাস্তি পণ্ডিতঃ কো বা ধৰায়াং ধনগৰ্ব্বিতঃ ।

দৃষ্ট্ৱা পতিব্রতাং সাধবীং মনসাপি নমেন্ন যঃ ॥ ৯৪ ॥

আস্তাং দূরে মনুষ্যাণাং কথা সুরগণৈরপি ।

পূজ্যতে মানুষী শশ্বৎ সুপবিত্রা পতিব্রতা ॥ ৯৫ ॥

পতিপ্রেমমহারত্ন-সিংহাসন-সমাস্থিতা ।

স্বতেজসা সমুদ্ভাতা ভ্রাজতে হি পতিব্রতা ॥ ৯৬ ॥

ভূষণং দূষণং মন্যে নিরয়ঞ্চ সুরালয়ম্ ।

রোগঞ্চ নিখিলং ভোগ-মহং নিত্যপতিব্রতা ॥ ৯৭ ॥

তুলয়ামি লবেনাপি পতিপ্রেম-মহানিধেঃ ।

নানন্তভুবনৈশ্চর্য্যং কমলাকোষ-সঞ্চিতম্ ॥ ৯৮ ॥

পতিপ্রেম-মহৈশ্চর্য্য-গর্বিষতাহং পতিব্রতা ।

সুতৃপ্তা তৃণবন্মন্ত্রে ভোগং নরসুরেপ্সিতম্ ॥ ৯৯ ॥

পতিপ্রেম-মহারত্ন-ভূষণেনৈব ভূষিতা ।

নীলকান্ত-সহস্রাণি পদাপি ন স্পৃশাম্যহম্ ॥ ১০০ ॥

সম্পূর্ণেয়ং পতিব্রতা ।

পতিব্রতা ।

ধর্মের আদিম ধাম খ্যাত ভারতের নাম

তথায় ঋষির বংশে জনম আমার—

সতী আমি, একমাত্র পতি মোর সার ॥ ১

পতিনিন্দা পিতৃমুখে শুনিয়া মনের দুখে

এ ভারতে আদিসতী ত্যজিলা জীবন,

মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ২

এই ত ভারতে সতী বাঁচাইলা মৃতপতি

সাবিত্রী সতীত্ব-বলে, জিনিয়া শমন,

মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ৩

দেবের দুর্লভ স্মুখে ত্যজি, সীতা হাশ্বমুখে

পতির সহিত বনে করিলা গমন,

মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ৪

গান্ধারী সতীভূষণ আহুতি দিলা জীবন

অন্ধ-পতিচিতানলে আজ্যের মতন,

মস্তকে ধরিনু আমি তাঁহার চরণ ॥ ৫

যথা দেব দিবাকর প্রভা তাঁর নিরন্তর
উভয়ে মিলিত, নহে ক্ষণেক বিরত,
তেমনি সতত আমি পতি অনুগত ॥ ৬

বেদমন্ত্র পাড়ি হয় আমাদের পরি-য়
বিয়োগ নাহিক এই পবিত্র মিলনে,
বিচ্ছেদ আমার কভু নাই পতিসনে ॥ ৭

প্রকৃতি পুরুষ-সনে নিত্যযুক্ত, শাস্ত্রে ভনে
প্রকৃতির অংশ নারী, পুরুষের নর
পতির সহিত মোর নাহিক অন্তর ॥ ৮

পুরুষের ভোগ-তরে প্রকৃতি সকলি করে
পতির প্রীতির লাগি আমার তেমন
সংসারে সকল কাষে সদাই যতন ॥ ৯

দান বা করি গ্রহণ পান বা করি ভোজন
যাহা করি, যাহা মনে ভাবি অনিবার,
পতির প্রীতির তরে সকলি আমার ॥ ১০

ধরায় শরীর ধরি স্বভাবত যাহা করি
শাস্ত্রের আদেশে যাহা করি আমি আর,
পতির প্রীতির লাগি সকলি আমার ॥ ১১

সর্ব-মহাজনে কয়

“গৃহ কভু গৃহ নয়

আধিপত্য, শান্তি, শোভা, ধর্ম, পত্নীময়

গৃহিণীকে গৃহ বলি তাই লোকে কয় ॥ ১২

আর্য্য নারী পরাধীন

দুঃখে রয় দীনা হীনা

এ কথা অবোধ ভিন্ন কেবা বলে আর

ভারতে আর্য্যের গৃহে গৃহিণী আধার ॥ ১৩

পতি পত্নী ভিন্ন নয়

দুয়ে মিলি এক হয়

অতএব পতিসেবা সেবা আপনার

পরাধীন আর্য্যনারী কে বলিবে আর ? ১৪

পত্নী পূর্ণ পতি লয়ে

পতি পূর্ণ পতি হ'য়ে

একে একে অর্দ্ধ অর্দ্ধ দুজনে নিশ্চয়,

দুয়ে মিলি তবে পূর্ণ দুজনেই হয় ॥ ১৫

পতির যে বন্ধুগণ

পত্নীর সবে আপন

তাহাদের সেবা নহে পরের সেবন,

‘পরাধীন আর্য্যনারী’—অলীক বচন ॥ ১৬

পতির যে পিতা মাতা

পতির ভগিনী ভ্রাতা

আমারি ত পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী তারা ।—

পতি-গৃহ মোর গৃহ, পর তবে কা'রা ? ১৭

করিয়া পতির সেবা মনে সুখ হয় যেবা

পতিবন্ধুগণে সেবি যে আনন্দ হয়,

অভারতী অনার্য্যার গোচর তা' নয় ॥ ১৮

ইংরাজি ধরণ ধরি, জামাজোড়া গায় পরি,

ইস্কুলে পড়িয়া করে পরের চাকরী,

ধিক্ তার স্বাধীনতা,—ধিক্ সে কিঙ্করী ॥ ১৯

আমি আপন ভবনে, স্বহস্তে স্ববন্ধুজনে,

স্ব-ইচ্ছায় সেবা করি আনন্দিত মনে—

আমিই স্বাধীনা নারী ভারত-ভুবনে ॥ ২০

হউক সুন্দরী নারী, হউক ভূষণে ভারী,

পড়ুক পুস্তক রাশি কুশিক্ষাশালায়

পতিভক্তিশূন্য হ'লে থু থু করি তায় ॥ ২১

কখনো কোনও স্থলে, দৈব ঘটনার বলে,

পাপিনীর পাপ মুখ বারেকের তরে

পড়েনা পড়েনা যেন আমার নজরে ॥ ২২

ছুঁয়ে সেই পাপিনীরে, না পরশি গঙ্গানীরে,

অপবিত্র হ'য়ে যেন দেবতা পবন—

আমার এ দেহ নাহি করে পরশন ॥ ২৩

শ্বশুর, শাশুড়ী, মাতা, পিতা, পতি, ভগ্নী, ভ্রাতা

যেই যেই শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা সার,

কুল-কামিনীর পক্ষে কি শিক্ষা আবার ? ॥ ২৪

ঈশ্বরের এ সংসার,

এখানে ধর্ম্মই সার,

পুরুষ করিবে সদা ধর্ম্ম আচরণ—

পতিব্রতা পত্নী তাঁর প্রধান শরণ ॥ ২৫

পুরুষের সহায়তা

করিবারে পতিব্রতা

নারীতে সৃজিতা বিধি করিয়া যতন,

তাহা না করিলে তার নরকে পতন ॥ ২৬

পুরুষ পত্নীতে ল'য়ে,

দুই জনে এক হয়ে,

ধর্ম্ম আচরণে তবে কৃতকার্য্য হয়—

ভারতে পত্নীতে 'তাই ধর্ম্ম-পত্নী' কয় ॥ ২৭

পতি, পতি-বন্ধুজনে

ব্রাহ্মণে অতিথিগণে

ভোজনে করিয়া তৃপ্ত সুখী হয় যত

আপন ভোজনে সতী সুখী নয় তত ॥ ২৮

পতি গুরু বনিতার

পতিই ঈশ্বর তার

পতি ধ্যান পতি জ্ঞান পতিই ভূষণ,

পতিই সতীর কাছে অমূল্য রতন ॥ ২৯

পতিব্রতা আমি, তাই স্বর্গসুখ নাহি চাই

পতির নিকটে যদি কুটীরেতে রই,

সেই মোর সুরপুরী তাহে সুখী হই ॥ ৩০

সুমিষ্ট যে ক্ষীরসর, নহে মোর রুচিকর,

পতির প্রসাদ যদি শাক ভাত পাই,

অমৃত ভাবিয়া সুখে তাই আমি খাই ॥ ৩১

আমার পতির সনে শুইয়া তৃণ-শয়নে

শিরীষ কুসুমসম কোমল শয্যায়

শুইতে আমার মন কভু নাহি চায় ॥ ৩২

পতি-শুশ্রূষায় রত রহিবে দেহ সতত

বাক্যে পতি-গুণগান মনে পতিরূপ—

ইহাই সতীর কার্য সদা অনুরূপ ॥ ৩৩

করিলেও তিরস্কার করিলেও কদাচার

অবহেলা করিলেও পতি মোর পতি,

যাহাই করুন, সেই পতি মোর গতি ॥ ৩৪

যদি হয় বিদ্যাবতী সদাচার করে অতি

শত গুণ থাকিলেও পতিভক্তি বিনা—

ধিক তার সে সকল, তারে করি ঘৃণা ॥ ৩৫

কুরুপা যদিও হয়, বর্ণ-বোধ নাহি রয়,

পতিব্রতা কুলনারী তথাপি সতত —

গৃহস্থের গৃহে শোভে কমলার মত ॥ ৩৬

সুৰূপা যদিও হয় কিন্তু পতিরতা নয়

গৃহস্থের গৃহে সে ত কভু না শোভয়—

কুলের কালিমা সেই কামিনী নিশ্চয় ॥ ৩৭

পতিসেবা অভিলাষ শতদোষ করে নাশ

পতিপদে ভক্তি-লেশ যদি নাহি রয়,

এক দোষে রমণীর শত গুণ লয় ॥ ৩৮

ক্ষেত্র সম নারীকায় পুরুষ বীজ তাহায়

যদিও উভয়ে মিলি রাখয়ে সম্ভান,

বীজসম পতি বড় শাস্ত্রের বিধান ॥ ৩৯

হইয়াও গুণবতী, ধরেনা কিছু শক্তি;

পুরুষের চিদাভাস পাইয়া যেমন—

প্রকৃতি সৃজন করে বিবিধ ভুবন ;

সকল ইন্দ্রিয় বল থাকিলেও অবিকল

সহজে অবলা নারী সদাই তেমন

পতি-বল লাভ করি সবলা তখন ॥ ৪০-৪১

পতিবলে বলবতী

পতিযশে যশোমতী

পতির ধনেতে নারী ধনবতী হয়,

তাই বনিতার সদা পতি সর্বধময় ॥ ৪২

দরিদ্র হ'লেও পতি

হ'লেও কুরূপ অতি

মূর্থ কিংবা অঙ্গহীন হইলেও পতি—

অবশ্য পতিরে ভক্তি করিবেন সতী ।

পীড়িতা হইলে পতি পীড়িতা হয় যে সতী ॥ ৪৩

পতিস্থখে সুখী, মরে পতির মরণে—

তারে পতিব্রতা বলে মনুর বচনে ॥ ৪৪

এই ভারত ভুবনে

কত পতিব্রতাগণে

জ্বলন্ত পতিচিতায় নিজ নিজ প্রাণ,

আহুতি দিলেন পূত আজ্যের সমান ॥ ৪৫

প্রেমের মহিমা হায়

ভারতে আর না ভায়

এখন সে সতীপ্রথা কুপ্রথা কেবল—

সিদ্ধান্ত হইল, ধন্য কালের কোশল ॥ ৪৬

একের হ'লে মরণ

শূন্য হেরি ত্রিভুবন

অপরে দুঃখের ভরে মরিতে যে চায়,

ইহাই প্রেমের ভাব প্রেমিকেতে গায় ॥ ৪৭

পতি-মৃত্যু নিরখিয়া কত সতী প্রাণ দিয়া

পুরাকালে দেখাইলা প্রেমের লক্ষণ—

কামুক জানেনা কভু প্রেম-আশ্বাদন ॥ ৪৮

যেদেশে কামিনীগণ হেরি পতির মরণ

পতি ব'লে অন্য এক পুরুষেরে ধরে

কেমনে বুঝিবে প্রেম সে দেশের নরে ॥ ৪৯

যে সব ভারতী সতী দেখাইলা প্রেমগতি

তাদের পবিত্র কীর্তি ভারত ভুবনে

পতাকার মত আজো উড়িছে পবনে ॥ ৫০

ছিল কত পুণ্যভার তাঁদেরি কুলে আমার

জনম হইল, আমি পতিব্রতা সতী

ধন, মান, প্রাণ মোর সর্বস্বই পতি ॥ ৫১

জপে, হোমে, তীর্থ-স্নানে, দেবতা-পূজনে দানে

কিংবা অতিথি সেবনে যেই যেই ফল—

একমাত্র পতিপ্রেমে মোর সে সকল ॥ ৫২

কন্ঠের ইন্দ্রিয়গণ, জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন,

সকলে সদাই যেন থাকি' সাবধান

পতির ইচ্ছায় চলে হ'য়ে এক তান ॥ ৫৩

অকপটে পতিসেবা নারীকূলে করে যেবা

বুঝিয়া তাঁহার সেই নিরমল মতি,

অবশ্য বাসিরে ভাল তারে তার পতি ॥ ৫৪

ভক্তের দেখিয়া রতি বশে রহে জগপতি

তাঁহারই অংশ নর তাঁরি ভাব পায়

পত্নীপ্রেমে হবে বশ কি বিচিত্র তায় ॥ ৫৫

সহজে রমণীগণে কি শরীরে কিবা মনে

বড়ই দুর্বল, তাহা জানে সর্বজন

তাদের রক্ষক পতি সদা সর্বক্ষণ ॥ ৫৬

অধর্ম্যে, অভাবে আর রোগে শোকে অনিবার

একমাত্র রক্ষাকর্তা রমণীর পতি—

সর্বদা সকল ভয়ে পতি তার গতি ॥ ৫৭

ভুবন পালন করি, জগৎপতি নাম ধরি,

বিখ্যাত জগতে হরি, পতিও তেমতি

পত্নীরে পালন করি নাম পান ‘পতি’ ॥ ৫৮

অতএব সদা সতী, ভাবিয়া জগতপতি,

আপন পতিরে ভক্তি করিবে সধবা—

জগতপতির পতি ভাবিবে বিধবা । ৫৯

সংসারে থাকিয়া সতী সেবিয়া আপন পতি

শিখিবে জগতপতি-চরণে ভকতি,—

পতিরতি বিনা দূরে হরিপদ-রতি ॥ ৬০

পতি পত্নী দুইজন যে সংসারে একমন

ধরায় অমরপুরী সেই ত সংসার—

সুখশান্তি সে সংসারে রহে অনিবার ॥ ৬১

স্ত্রীপুরুষে অপ্রণয় মনে মনে যদি হয়,

থাকিলেও দাসদাসী বহু ধন জন

অশান্তি অসুখময় সদা সে ভবন ॥ ৬২

পতি পত্নী অবিরত উভয়ে উভয়ে রত

যদি হয় সে সংসার দেবের আনয় —

ধন-জন-অভাবেও সদা সুখময় ॥ ৬৩

জগদীশ এ জগতে পুরুষ বেদের মতে

দুই শক্তি আছে তাঁর নিত্য নিরন্তর

বিদ্যা নামে এক শক্তি অবিদ্যা অপর ॥ ৬৪

ঈশ্বরেই অনুরত বিদ্যাশক্তি অবিরত

অবিদ্যা সদাই রত জগতের কায়ে —

ব্যভিচারে বহিরঙ্গা হয় কায়ে কায়ে ॥ ৬৫

নারীতেও এ ধরায় দুই ভাব দেখা যায় —

বিদ্যার সমানভাব কেহ কেহ পায়,

অবিদ্যার সমগুণ অন্যে দেখা যায় । ৬৬

কেবল পতিরে সেবি বিদ্যারূপা নারীদেবী

পায় সুখ, অবিদ্যা-সমান নারী যারা

সুখ লোভে নানা ভোগ সদা চায় তারা ॥ ৬৭

পতি-সুখে সুখী যারা পতি ল'য়ে সুখী তারা,

অন্য ভোগ ভিন্ন যারা তুষ্ট নাহি হয়—

ব্যভিচারিণীর দলে তারাই নিশ্চয় ॥ ৬৮

বিদ্যা যথা বিধাতারে ক্ষণেক ত্যজিতে নারে,

তথা বিদ্যারূপা সতী পতির মরণে,

আপনি মরিতে চায় নিজ পতি-সনে ॥ ৬৯

পতিপ্রাণা সতী যারা পতির মরণে তারা

এই হেতু নিজ দেহ দহি চিতানলে—

দেবী হ'য়ে পতিদেবে পায় স্বর্গতলে ॥ ৭০

ধর্ম্মাধর্ম্ম পরলোক

এখন মানেনা লোক

হায় ভারতের গেছে সে দিন, সে কথা—

পবিত্র সতীর প্রথা হৈল নিষ্ঠুরতা !! ৭১

এখনো ভারতে কত আৰ্য্যকূলে শত শত
 বিধবা, ধরিয়া ব্রহ্ম চারিণীর ব্রত
 পবিত্র ভাবেতে কাল কাটায় নিরত । ৭২

একটী সতী-রতন হৃদয়ে করি ধারণ
 বিশাল ভারত ভূমি রবে যত দিন
 তত দিন স-ভূষণ, পরে ভূষাহীন ॥ ৭৩

নারীকূলে জন্ম ল'য়ে নারী পতিব্রতা হ'য়ে
 পতিপ্রেম-অলঙ্কারে শোভয়ে যেমন,
 সূবর্ণে হীরকে কভু শোভেনা তেমন । ৭৪

সতী পতিপ্রেম-বলে পায় চতুর্বর্গ ফলে
 অতএব অকপট পতিভক্তি যার
 ইহ পর কালে কিবা দুর্লভ তাহার ? ৭৫

এবে কত নারীদল গিলিছে পুস্তকাচল
 তাহাতেও পতিভক্তি যদি নাহি হয়,
 তাদের অগাধ বিঘ্না বিফল নিশ্চয় ॥ ৭৬

গুরু, বিপ্র, দেবতারা আর বয়োধিক যারা
 শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে করুন কৃপায়,
 অচলা ভকতি যাতে রহে পতিপায় ॥ ৭৭

রবি শশী গ্রহ তারা জগতের সাক্ষী যঁরা

শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে করুন কৃপায়,

অচলা ভকতি যাতে রহে পতি পায় ॥ ৭৮

চরাচর দেহে যঁরা অধিষ্ঠাতা, সবে তাঁরা

শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে করুন কৃপায়,

অচলা ভকতি যাতে রহে পতিপায় ॥ ৭৯

হে সাবিত্রি সীতে সতি হে গান্ধারি অরুন্ধতি

শুভ আশীর্ব্বাদ মোরে কর গো কৃপায়,

অচলা ভকতি যেন রহে পতিপায় ॥ ৮০

হৃদয়ে যিনি আমার অন্তর্যামী চিদাকার,

সেই রূপে মোর চিত্ত করুন চালন—

পতিরতি-সুখা সদা করে আশ্বাদন ॥ ৮১

শমন শাসনে যঁর রহিয়াছে অনিবার

সেই প্রভু মোর মনে করুন শাসন,

স্বপ্নেও পতির পদ ভোলেনা যেমন ॥ ৮২

জনক জননী আর শশুর শশুড়ী মার

অবিতথ আশীর্ব্বাদে থাকুক আমার,

মহাশুরু-পতিপদে রতি অনিবার ॥ ৮৩

পূর্বকৃত কৰ্মফল

যদি কিছু পুণ্যবল

থাকে মোর, তবে সেই স্মৃতির বলে,

পতিপদে রতি যেন কভু না বিচলে ॥ ৮৪

গৃহে, গৃহান্তরে, দূরে,

ইহ কিংবা সুরপুরে,

যেখানে থাকেন পতি সেই খানে মন,

অনুরাগ-ভরে যেন রহে অনুক্ষণ ॥ ৮৫

ভগ্নী, শিষ্যা, সহচরী,

কভু কভু বা কিস্করী

একাকিনী আমি সব পতি দেবতার—

ভ্রাতা, গুরু, সখা, প্রভু, পতিই আমার ॥ ৮৬

বলিয়াছে সব শাস্ত্র

বিষ্ণু প্রীতি একমাত্র

সঙ্কল্প কার্যের আগে করিবারে যথা,

নারীর সকল কাষে পতিপ্রীতি তথা ॥ ৮৭

দেহ দিয়া যাহা করি

মনে মনে যাহা স্মরি,

বচনে বা যাহা সদা করি আলোচন,

সকলে আমার যেন পতি তুষ্ট হন ॥ ৮৮

যখন যে দিকে চাই

পতিরে দেখিতে পাই

সে মধুর রূপে মুগ্ধ আমার নয়ন

দেখিতে চাহেনা কভু দুঃস্বদ মদন ॥ ৮৯

পতি যদি কথা কয় মনে হয় সুধাময়

সে কথা শুনিয়া কৰ্ণ-যুগল আমার—

বীণাগান শুনিলারে নাহি চাহে আর ॥ ৯০

পতিগাত্র পরিমল পেয়ে নাসিকা বিকল

অমল কমলগন্ধ সুগন্ধের সার

আশ্রয় করিতে কভু নাহি চাহে আর ॥ ৯১

পতি অঙ্গ সুকোমল কমল হ'তে পেশল

পরশি আমার অঙ্গে আরাম যেমন,

সুমনন্দ মলয়ানিলে না হয় ভেঁজন ॥ ৯২

সুমধুর উপাদেয় চর্ন্দ চোখ্য লেহু পেয়

চতুর্নিবধ অন্ন আর চাহেনা রসনা,

পতির প্রসাদে করে সদাই বাসনা ॥ ৯৩

হেন সুধী কে ধরায়, কে হেন ধনী বা ভায়

সম্মুখে হোরিয়া এক পতিব্রতা সতী—

ভক্তিভরে নাহি করে মনেও প্রণতি ॥ ৯৪

মানুষের কথা দূরে, রহি সদা সুরপুরে

দেবগণে পতিব্রতা হেরিয়া ধরায়—

মনে মনে করে পূজা নিশ্চয় তাহার ॥ ৯৫

পতিব্রতা যে কামিনী নিজ তেজে তেজস্বিনী
 পতিপ্রেম-মহারত্ন-সিংহাসনোপরি,
 সদাই শোভয়ে, ভোগে হেয় জ্ঞান করি ॥ ৯৬
 আমি সেই পতিব্রতা পতিপদে সদা রত
 ভুচ্ছ রত্নভূষণেও করিনা কামনা—
 রোগ সম মনে করি ভোগের বাসনা ॥ ৯৭
 অনন্ত ভুবনে বিধি সৃজিলা যে সব নিধি,
 লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে সদা যাহা যাহা রয়—
 পতিপ্রেম রতনের লেশ মাত্র নয় ॥ ৯৮
 পতিপ্রেম মহাধনে গরবিতা আমি মনে
 সুরাসুর-নরে যাহা করে অভিলাষ,
 সে সব সুখেও কভু নাহি করি আশ ॥ ৯৯
 পতিপ্রেম মহানিধি আমারে দিয়াছে বিধি,
 অন্য রত্ন অলঙ্কারে নাহি ভালবাসি—
 পা দিয়া নাহি পরশি নীলকান্তরাশি ।

পতিব্রতা সম্পূর্ণ ॥ ১০০